"আমরা জানি বিপ্লবের পথ রক্তঝরা পথ। আমরা জানি শহীদের রক্ত নতুন মানুষের জন্ম দেয়। ---হত্যা করে ওরা বিপ্লবের শক্তিকে দূর্বল করতে পারেনা, বিপ্লব দূর্বার বেগে এগিয়ে যায়।" - কমরেড চারু মজুমদার

পূর্ববাঙলার বিপ্লবের অন্যতম কান্ডারী কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরী'র সপ্তদশ শহীদ দিবসের আহ্বান-

মাওবাদের ভিত্তিতে পার্টির শ্রেণীভিত্তি মজবুত করুন!

কৃষিবিপ্লবের গাইডলাইন আঁকড়ে ধরুন, এলাকাভিত্তিক গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন!

বন্ধুগণ, ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা'র মিরপুরের একটি বাসা থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। ঐ রাতেই কুখ্যাত খুনী র‍্যাব বাহিনী তাঁকে কুষ্টিয়ায় নিয়ে তথাকথিত ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে হত্যা করে।

বিপ্লবী জনগণের প্রানপ্রিয় নেতা কম. মোফাখ্খার চৌধুরী বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। ২০০৪ সালে তার শহীদ হবার মধ্য দিয়ে একদিকে জনগণ যেমন তাদের দীর্ঘ পরীক্ষিত নেতাকে হারিয়েছে তেমনি আমরা হারিয়েছি আমাদের পথপ্রদর্শক ও বিপ্লবী কমরেডকে। কমরেড চৌধুরী তার সমগ্র জীবন ও সামর্থ্য ব্যয় করেছেন গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকশিত করে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে। তিনি মহান শিক্ষক চারু মজুমদারের একজন যোগ্য ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বন্ধুগণ, বর্তমানে পূর্ববাঙলার জনগণ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের যাতাকলে পিষ্ট। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় এই ঘৃণ্যতম ফ্যাসিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে আছে। সরকার মার্কিনসাম্রাজ্যবাদসহ অন্যান্য পূঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে। জনগণের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠণ, ভাগ-বাটোয়ারা ও পাঁচারের মধ্যেই তাদের দালালী'র রাজনীতি সীমাবদ্ধ। বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক বিচারে পূর্ববাঙলার ভূখন্ডের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই গুরুত্বের কারণে আন্ত:সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শিকারে পরিনত হবার বিপদও আমাদের সামনে রয়েছে। আমলা-মুৎসুদ্দি পূজিমালিক ও আধা-সামন্তবাদী শ্রেণীজোটের রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারী উন্নয়নের তথাকথিত বুলির মধ্য দিয়ে জনগণের ওপর সীমাহীন সন্ত্রাস-শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে, সর্বত্র। এই লুণ্ঠণ-নিপীড়নে জড়িত সরকারদলীয় মন্ত্রী-এমপি, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা। অপরদিকে আমলাতন্ত্র, পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনীসহ সরকারের সকল দপ্তরে চলছে প্রকাশ্য 'হরিলুট'। কারণ এদের ওপরে ভর করেই সরকার পরপর কয়েকটি ভূয়া নির্বাচনী নাটক সাজিয়ে ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্দ্ধগতি, খোদ কৃষকের ফসলের মূল্যহীনতা, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরিহীনতা, বেকারত্ব-কর্মহীনতা মানুষের জীবন দূর্বিষহ করে তুলেছে। পাটকল,চিনিকল,গার্মেন্টসসহ অসংখ্য কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। ফুলবাড়ি, রামপাল, রূপপুরসহ স্থল ও সমুদ্রবক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাট, বাজার, সড়ক, ঘাট, সেতু থেকে ইজারা, টোল, চাঁদার চাপে জনগণ দিশেহারা। বিভিন্ন উপায়ে সরকারী নেতা ও তার পোষ্য চামচারা কৃষিজমি দখল করে বৈধ-অবৈধ নানান কারসাজির প্রকল্প চালু করছে। খাসজমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে সরকার দলীয় লোকজন ভোগদখল করছে। ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত দলীয় নেতারা আজকে নব্য জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পুরাতন সুদখোর মহাজনদের জায়গা নিয়েছে বিভিন সুদে কারবারী এনজিও এবং দলীয় প্রভাবশালী মহল। পাহাড়ে ও সমতলে সংখ্যালঘু জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন চালচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র। এসবের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ রয়েছে। মাঝে মাঝে ক্ষোভের স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে কিন্তু বিপ্লবী দিশার অভাবে জনগণের আন্দোলন পথ হারায়।

জনগণের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা এই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করা ব্যতীত আমাদের কোন নিস্তার নেই। গ্রামে খোদ কৃষকের হাতে জমি ও শহরে শ্রমিক মেহনতী জনতার সকল নিপীড়ন থেকে মুক্তির একটাই পথ সশস্ত্র সংগ্রাম-গণযুদ্ধ। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে রংবেরংয়ের সংশোধনবাদীরা রাষ্ট্রের পা চাটা কমিউনিস্ট দল ও ভূয়া গণতন্ত্রের মুখোশধারী সংগঠনগুলো এখনও শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে যাচ্ছে। জনগণ কার্যত যুদ্ধের মধ্যে বসবাস করছে। সক্রিয় সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যতিত বদলা নেওয়ার অন্য কোন বিকল্প নেই। মহান শিক্ষক মাও সেতুং বলেছেন-"বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এই নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য।"

রাষ্ট্রযন্ত্র ও দেশীবিদেশী শাসকগোষ্ঠী যতবার নিপীড়িত জনতার প্রানপ্রিয় নেতা কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরীর মত নেতাকে হত্যা করবে- ততবার জনগণ আরও তীব্রবেগে জেগে উঠবে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বদলা নেবে।

তাই আসুন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের ভিত্তিতে পার্টির শ্রেণীভিত্তি মজবুত করি। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকজনতাকে সশস্ত্র করে গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলি। গণযুদ্ধের সহায়ক সংগঠন হিসেবে শ্রেণীপেশাভিত্তিক বিপ্লবী ধারার গণলাইন প্রয়োগ করি। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব খতম করে সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা কায়েম করি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!

শহীদ কমরেড মোফাখ্খার চৌধুরী লাল সালাম!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি